মুজিবনগরে বাথরুমে রাখা বালতিভর্তি পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাথরুমে রাখা বালতিভর্তি পানিতে ডুবে ইব্রাহিম ইবনে আরিয়ান নামের দুই বছর বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শনিবার (২৫ এপ্রিল) সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার দারিয়াপুর খান কালিতলা মোড় এলাকায় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটে।

শিশু আরিয়ান একই এলাকার শরিয়ত হোসেন দুদুর ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সময় শিশুটি বাড়ির ভেতরে খেলা করছিল। পরিবারের সদস্যদের অগোচরে সে বাড়ির বাথরুমে ঢুকে পড়ে। সেখানে পানিভর্তি একটি বালতির মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে গেলে শিশুটি আর উঠতে পারেনি। বেশ কিছুক্ষণ তাকে দেখতে না পেয়ে পরিবারের লোকজন খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। একপর্যায়ে তার মা বাথরুমে উঁকি দিয়ে দেখতে পান বাথরুমে থাকা পানি ভর্তি বালতির মধ্যে শিশুটি ডুবে আছে। তাকে নিথর অবস্থায় উদ্ধার করে দ্রুত মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

ছোট্ট আরিয়ানকে হারিয়ে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মুজিবনগরে সম্প্রীতি চর্চা ও মাদক থেকে দূরে রাখতে তরুণদের মাঝে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রশিকপুর গ্রামে তরুণদের মধ্যে সম্প্রীতির চর্চা জোরদার করা এবং মাদক ও ডিজিটাল আসক্তি থেকে

দূরে রাখতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পিএফজি (পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ) সমন্বয়কারী মো. ওয়াজেদ আলি খানের নিজস্ব উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার বিকেলে এক ক্রীড়া আয়োজন ও ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল তরুণদের মাঠমুখী করা এবং খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলা। বর্তমান সময়ে স্মার্টফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার ও মাদকের ঝুঁকি তরুণ সমাজকে উদ্বেগজনক অবস্থায় ফেলেছে। এমন প্রেক্ষাপটে রশিকপুর গ্রামের তরুণদের সুস্থ বিনোদনের দিকে আকৃষ্ট করতে এ আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী তরুণদের মাঝে নতুন জার্সি, প্যান্ট ও ফুটবল বুট বিতরণ করা হয়। পরে গ্রামের মাঠে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়, যা উপস্থিত সবার মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। নতুন ক্রীড়াসামগ্রী পেয়ে খেলোয়াড়দের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়।

পিএফজি সমন্বয়কারী মো. ওয়াজেদ আলি খান বলেন, “আমাদের তরুণদের মাঝে কেবল সম্প্রীতির বার্তা দিলেই হবে না, বরং তাদের মাঠে নামিয়ে সম্প্রীতির চর্চা করাতে হবে। খেলাধুলা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ ভুলে এক হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তারা যেন ডিভাইসের নেশা ও মাদকের মরণছোবল থেকে দূরে থেকে সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।”

অনুষ্ঠানে স্থানীয় এলাকাবাসী উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন এবং এমন উদ্যোগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার আহ্বান জানান। অভিভাবকরাও মনে করেন, এ ধরনের কার্যক্রম তরুণদের বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করে সমাজে শান্তি ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

মুজিবনগরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নবাগত জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়ের সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়।

মতবিনিময় সভায় উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ, জুলাই যোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, ধর্মীয় নেতা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে পাঠ করেন উপজেলা পরিষদের ইমাম মতিয়ার রহমান, পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করেন শ্যামল কুমার পাল এবং পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করেন সিস্টার মালতি মালো।

ধর্মগ্রন্থ পাঠ শেষে নবাগত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শিল্পী রানী রায়ের শিক্ষা ও কর্মজীবন এবং মুজিবনগর উপজেলার ওপর প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, “আপনাদের কথা শুনেছি এবং নোট নিয়েছি। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে উত্থাপিত সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা নিতে।” তিনি আরও বলেন, “মেহেরপুর জেলাকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। আপনারা আমার পাশে থাকবেন এই আশা রাখি।”

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহিদুর রহমান, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, উপজেলা জামায়াতের আমির খান জাহান আলী, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, এনসিপি নেতা আরিফ খান, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের

সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান, ভবেরপাড়া ক্যাথলিক চার্চের ফাদার রথুজন সরকার, মুজিবনগর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি ধীরেন কুমার হালদার, উপজেলা ইমাম সমিতির সভাপতি তৌহিদ হোসেন এবং গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মৌমিতা আহমেদ লাবিবা।

মুজিবনগরে গলায় ফাঁস দিয়ে কলেজ শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার রামনগর গ্রামে নাছিম রেজা (২০) নামে এক কলেজ শিক্ষার্থী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।
মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের রামনগর গ্রামে তার নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত নাছিম রেজা একই গ্রামের তৌফিক আলীর ছেলে এবং মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার দুপুরে নাছিম নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে ফ্যানের সঙ্গে গলায় রশি দিয়ে আত্মহত্যা করে। কিছুক্ষণ পর তার দাদি রজিফা খাতুন ঘরের ভেতরে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করেন। পরে প্রতিবেশী ও স্বজনরা এসে দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করে দ্রুত মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক অভিমান থেকে তিনি আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।” তিনি আরও জানান, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়। পরে পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা রুজু করে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য সিরাজুল ইসলাম জানান, পরিবারের সদস্যরা তাকে নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় দেখতে পান।

মুজিবনগরে হাম-রুবেলা নিয়ন্ত্রণে টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

মুজিবনগর উপজেলায় হাম-রুবেলা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০টায় ভবেরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান।

অনুষ্ঠানে প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের টিকা প্রদান ও টিকা কার্ড বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

উল্লেখ্য, দেশব্যাপী হামের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে সারাদেশের ন্যায় মুজিবনগর উপজেলায়ও ২০ এপ্রিল থেকে ১০ মে পর্যন্ত (ছুটির দিন ও নিয়মিত ইপিআই টিকাদান দিবস ব্যতীত) বিশেষ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হবে।

মুজিবনগর উপজেলায় মোট ৮,২২১ জন শিশুকে এই ক্যাম্পেইনের আওতায় আনা হয়েছে। এর মধ্যে প্রি-প্রাইমারি পর্যায়ের ১,৮৮৯ জন এবং কমিউনিটি পর্যায়ের ৬,৩২২ জন শিশু রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল শিশুকে টিকা প্রদান করা হবে।

মুজিবনগরে ৮ হাজার ২২১ শিশুকে দেয়া হবে হাম-রুবেলা টিকা

মুজিবনগর উপজেলায় হাম-রুবেলা নিয়ন্ত্রণে বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি শুরু হচ্ছে আগামী সোমবার। এ উপলক্ষে কর্মসূচির বিস্তারিত জানাতে এক অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বিকেলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়ে আয়োজিত এ সভায় টিকাদান কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান।

সভায় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, মুজিবনগর থানার সেকেন্ড অফিসার এসআই জিয়া, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হাফিজুর রহমান, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসান, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সানজিদা আক্তারসহ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ও ইপিআই টিকাদান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান জানান, মুজিবনগর উপজেলায় আগামী ২০ এপ্রিল থেকে ১০ মে পর্যন্ত (ছুটির দিন ও নিয়মিত ইপিআই টিকাদানের দিন ব্যতীত) বিশেষ ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ৬ মাস থেকে ৫ বছর বয়সী শিশুদের হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করা হবে।

তিনি আরও জানান, উপজেলায় মোট ৮ হাজার ২২১ জন শিশুকে এ টিকার আওতায় আনা হবে। এর মধ্যে প্রি-প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষার্থী ১ হাজার ৮৮৯ জন এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ৬ হাজার ৩৩২ জন শিশু রয়েছে।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে

মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা নিবেদন

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ড কাউন্সিলের সদস্যরা। শুক্রবার সকাল ৯টায় মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন তারা।

এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক, মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান সংসদ কমান্ডের মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি মোখলেছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক খাইরুল ইসলামসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা (অব.) ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক বলেন, ‘১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস কোনো রাজনৈতিক দিবস নয়। এটি মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ দিন। যে সরকারই আসুক না কেন, দিনটিকে সরকারিভাবে পালন করা উচিত। দিনটি উপলক্ষে সরকার কোনো কর্মসূচি রাখেনি। আমরা ব্যথিত হয়েছি।’

এ ছাড়া বিকেল ৩টায় ঢাকার নাগরিক সমাজ নামের একটি সংগঠনের পক্ষ থেকে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের কথা রয়েছে।

প্রসঙ্গত, আজ ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর আম্রকাননে শপথ নেয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার। তার পর থেকেই দিনটি মুজিবনগর দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।তবে এ বছর সরকারিভাবে কোনো কর্মসূচি নেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশের ইতিহাসের সাক্ষি

ওরা

বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহৎ খ্রিস্টান পল্লী মেহেরপুরের মুজিবনগর। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর-এর আম্রকাননে শুধু একটি শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হয়নি; সেখানে ইতিহাস গড়ে উঠেছিল অসংখ্য ছোট ছোট মুহূর্ত, নিঃশব্দ শ্রম আর সাধারণ মানুষের অসাধারণ অংশগ্রহণে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ একটি দিন, একটি দৃশ্য, একটি নিঃশব্দ প্রত্যয়ের নাম। মুজিবনগর-এর সেই বৈদ্যনাথতলার আম্রকানন আজও যেন বাতাসে বহন করে সেই গোপন প্রস্তুতির গন্ধ, গ্রামবাসীর নিঃশব্দ সাহসের প্রতিধ্বনি। সকালের রোদ তখন নরম। আমগাছের ছায়া মাটিতে ছোপ ছোপ আলো ফেলেছে। ১৩ এপ্রিল মুজিবনগর আম্রকানন-এ দাঁড়িয়ে মনে হলো এই নীরবতা কখনোই নিছক নীরব ছিল না। ১৯৭১-এর সেই দিনটিতে, এই মাটিই ছিল উত্তাল ইতিহাসের কেন্দ্র।

১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে পপথ গ্রহণ করেন। দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন সরকার গঠনের মাধ্যমে বিলুপ্তি হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিলের ঐতিহাসিক শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা (বর্তমানে মুজিবনগর) গ্রামের সাধারণ মানুষ সরাসরি অংশ না নিলেও, তাদের সহযোগিতা ছাড়া এই সরকার গঠন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হতে পারতো না। তাদের ভূমিকা ছিল সমর্থন, সহানুভূতি, নিরাপত্তা, এবং সরবরাহ সংক্রান্ত সহায়তায়।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য যেকোনো ধরনের প্রস্তুতির জন্য গ্রামবাসীরা সহায়তা করেছিলেন। যেমন- মঞ্চ নির্মাণ, অতিথিদের জন্য স্থান তৈরি, খাবার এবং পানীয় সরবরাহ, অতিথিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ইত্যাদি। তারা এই কাজগুলো নিজেরাই করেছিলেন।

সূর্য সেদিন ছিল নির্মম। বৈশাখের খরতাপ যেন মাটিকেও দগ্ধ করছিল। সূর্যও যেখানে মুজিবনগর আম্রকাননকে কুর্ণিশ করে। সেই মুজিবনগর আম্রকানন-এর গাছের ছায়াও যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই তাপদাহ উপেক্ষা করেই ইতিহাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল এক টুকরো বাংলাদেশ। সেদিন মেহেরপুরের ১২ জন আনসার সদস্য। সাধারণ পোশাকে, কিন্তু চোখে কঠোর দৃঢ়তা। তারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানান নবগঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার-কে।

মুজিবনগরের দারিয়াপুর ডিগ্রী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী অধ্যাপক বাকের আলী সেই শপথ অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলোয়াত করেছিলেন। তিনি জানান, সেদিন খুব সকালে জাতীয় নেতৃবৃন্দ মুজিবনগরে উপস্থিত হন। তিনি তাদের চিনতেন না। স্থানীয় নেতাদের সাথে তিনি জাতীয় নেতাদের সন্মুখে গেলে অনুষ্টানে তাকে কোরআন তেলোয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হয়। নেতৃবৃন্দ তার নাম লিখে নিলেন এবং রিহার্সালের সময় তেলোয়াত শুনলেন। মাত্র ৩০ মিনিট অনুষ্ঠানটির স্থায়ীত্ব থাকলেও উপস্থিত সকলের মধ্যে ছিল স্বাধীনতার উম্মাদনা ও জীবনবাজির শপথ।

১৭ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সামরিক কায়দায় সালাম দিয়েছিলেন মেহেরপুরের ১২জন আনসার সদস্য। ইতোমধ্যে ১০ জন মারা গেছে। বেঁচে আছেন দুইজন। এদেরই একজন বয়োবৃদ্ধ মো. সিরাজ উদ্দীন। প্রতিদিন তিনি মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে আসেন। তিনি বলেন- সেদিন আমাদের ডাক পড়েছিল বাংলাদেশের প্রথম সরকারকে রাস্ট্রিয় মর্যাদায় সালাম জানানোর। আমরা গার্ড অব অনার দিয়েছিলাম ১২ জন আনসার। ওইদিনই ট্রেনিং দিয়েছিলেন তৎকালীন ঝিনাইদহের সাব ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার (এসডিপিও) মাহবুব উদ্দীন। তাঁর নেতৃত্বেই আমরা গার্ড অব অনার দিই সরকারকে। আর এক আনসার সদস্য আজিম উদ্দীন বলেন- তখন আনন্দ ভয় উত্তেজনা কাজ করছিলো। দেশি বিদেশী সাংবাদিকসহ হাজারো মানুষের সামনে প্রথম সারকারকে সালাম জানানোর সময় মনে যে প্রশান্তি পেয়েছিলাম তা বলে বোঝানো যাবেনা। পরে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

প্রত্যক্ষদর্শীর সুভাষ মল্লিকের ভাষায়- ওদের হাতে আধুনিক অস্ত্র ছিল না, কিন্তু যে ভঙ্গিতে সালাম দিল- মনে হচ্ছিল এটাই স্বাধীন দেশের প্রথম সেনাবাহিনী। সেই অভিবাদন ছিল প্রতীকী, কিন্তু তা-ই হয়ে উঠেছিল ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সূচনালগ্নের প্রতিচ্ছবি।

মুজিবনগর স্মৃতিপ্রকল্প এলাকায় দেখা মেলে প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী আহম্মদ খাঁ (৭১) রিক্সা ভ্যানে করে শষা ফেরি করছেন। তিনি বলেন- সে বছরই আমার বিয়ে হয়। ১৭ এপ্রিল শপথ অনুষ্ঠানের দিন হঠাৎ করেই হাজার মানুষ জড়ো হলো মুজিবনগরের এই আমবাগানে। তখন বাগানটি ভাগাড় হিসেবে গ্রামের মানুষ ব্যবহার করতো। সেদিন আমিসহ একদল যুবক বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুড়ি সংগ্রহ করে মানুষকে খেতে দিই। আশপাশের বাড়ি থেকে বউ ঝিরা পানি এনে মানুষের পিপাসা মিটায়। সেদিন সেই সরকারের পরিচালনায় দেশ স্বাধীন হয়। এখন

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ব্যাবসায়ি আললিনের ছেলে জুয়েল আমার ছোট ভাইয়ের কাছে একটা চোরাই মোবাইল বিক্রি করতে আসে। এসময় আমি আমার ছোট ভাই কে তার কাছ থেকে মোবাইল কিনতে নিষেধ করলে সে উত্তেজিত হয়ে আমার উপর হামলা করে। ঘটনাস্থলে জুয়েল তার কাছে থাকা চাকু বের করে আমার গলায় টান দিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা আহত অবস্থায় আমাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতলে নিয়ে এসে চিকিৎসা প্রদান করে।

স্থানীয়রা জানান, জুয়েল একজন মাদক কারবারি সন্ত্রাস। তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর ও মজিবনগর থানায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে।

মুজিবনগরে বর্ণাঢ্য র্যালি ও পান্তা উৎসবে বিএনপির নববর্ষ উদযাপন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টায় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পান্তা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ষবরণ উপলক্ষে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পান্তা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সংগঠন যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল এবং ছাত্রদলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

বৈশাখী শোভাযাত্রা ও পান্তা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির

সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক কালু এবং উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম।

এছাড়াও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম সালাউদ্দীন, সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক লিংকন, বিএনপি নেতা জহিরুল ইসলাম সাজু, নিয়ত, ওমর ফারুকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শেষে উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে ঐতিহ্যবাহী পান্তা উৎসবের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।